ভয় কিংবা ভালোবাসা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

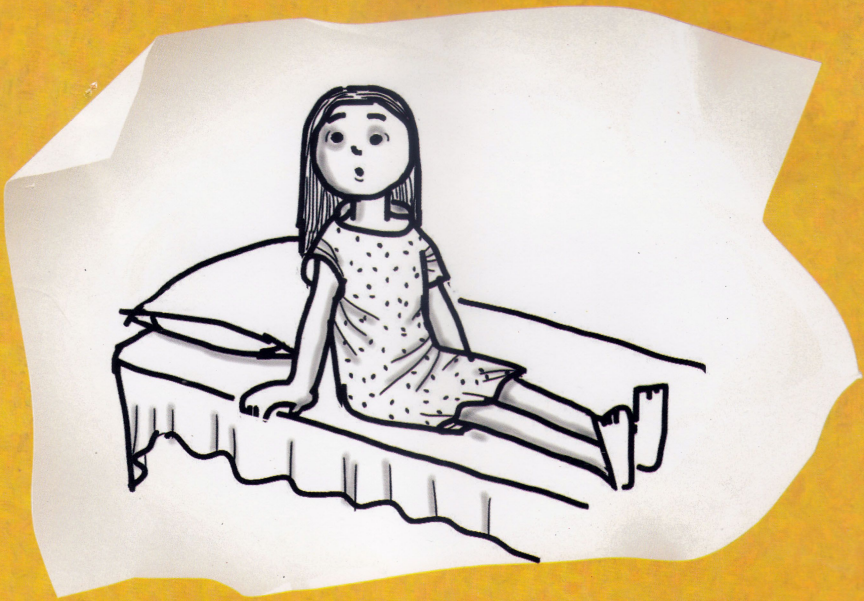

ভয় কিংবা ভালোবাসা

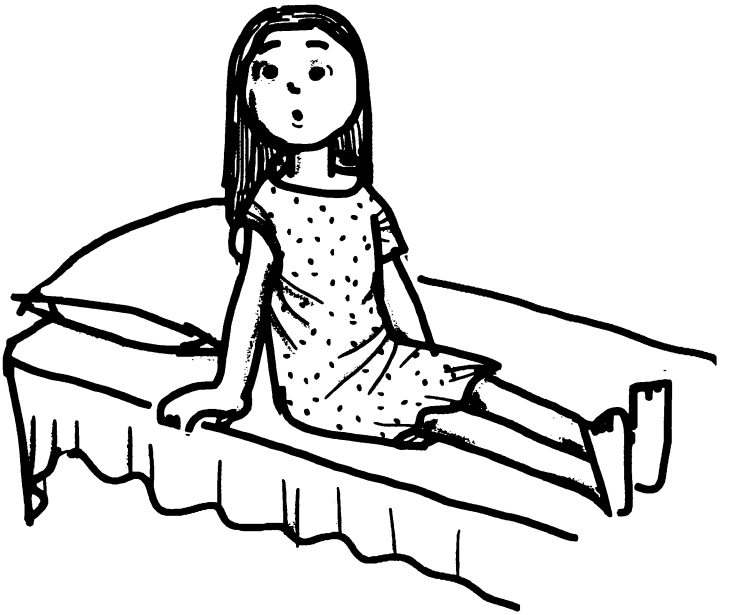

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ভয় কিংবা ভালোবাসা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশনার তিন দশক

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অলঙ্করণ
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

©
ড. ইয়াসমীন হক

বর্ণবিন্যাস
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শ্রীশ দাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
২০০.০০ টাকা মাত্র

VOY KINGBA BHALOBASA (A Collection of Poems)
by Muhammed Zafar Iqbal
Published by Milan Nath. Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar Dhaka-1100
Tk. 200.00 only US$ 5

ISBN 978-984-404-390-9

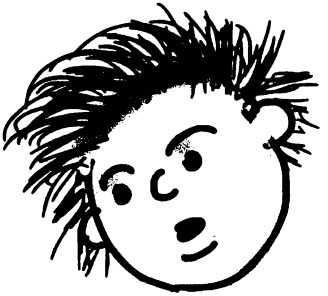

ভূমিকা

শেল সিলভারস্টিনের কবিতাগুলো পড়ে আমার প্রথম কবিতা লেখার সখ হয়েছিল, এই বইটি দিয়ে আমার সেই সখ শেষ পর্যন্ত পূরণ করা হল। এখানে যেগুলো ছাপা হয়েছে সেগুলোকে কবিতা হিসেবে দাবি করার জন্যে সত্যিকারের কবিদের আমার বিরুদ্ধে মামলা করে দেবার অধিকার আছে। তারপরও বইটি প্রকাশিত হচ্ছে দুই কারণে। প্রথমত আমার কিছু পাঠক এগুলো দেখতে চান বলে জানিয়েছেন। দ্বিতীয় এবং মূল কারণ, আমি দেখেছি আমি যাদের জন্যে লিখি তারা আমার সব ধরনের উৎপাত সহ্য করে। আমার ধারণা এটাও তারা সহ্য করে ফেলবে!

'সং' কবিতাটি আমার একার লেখা নয়, পুরো পরিবার দীর্ঘপথ গাড়ি করে যেতে যেতে একেকজন একেকটা শব্দ দিয়ে সাহায্য করেছিল!

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
৮. ১২. ২০১৩

উৎসর্গ

ফিহা তুমি কই?
তোমার জন্য আমি লিখেছি
এই কবিতার বই!

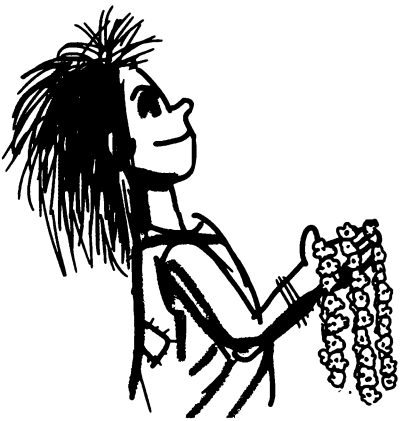

সূচি

না	১১
ইমার্জেন্সি	১৩
বৃষ্টিতে ভিজে এল	১৪
ডাক	১৫
অস্ট্রেলিয়া	১৬
চাবি ইংরেজি	১৭
অভাগার কাহিনী	১৮
সন্ত্রাসীদের প্রথম পাঠ	১৯
কলা	২৫
অন্যমনস্ক	২৬
টাইগার মানে বাঘ	২৭
সেই ছেলে হবে কবে	২৮
ছাই	২৯
অভাগা	৩০

ঝাপসা	৩১
চা বাগান	৩২
পিউটার	৩৩
টেলিফোন	৩৪
গলায় দড়ি	৩৬
বিলাপ	৩৭
থিওরি অফ রিলেটিভিটি	৩৮
শত প্রশ্ন	৩৯
সং	৪২
জীবন	৪৪
ভেসে থাকা	৪৫
রাজকন্যা ও রাজপুত্র	৪৬
ভয়	৪৯
বেআইনী কাজ	৫০
Big Bang	৫১
ডিজিটাল বন্ধু	৫২
ভালোবাসা	৫৫

না

কিছুতেই রাজি নয় বল বাবাজি
নারাজি নারাজি নারাজি।
হাত থেকে দান নেই বল দেখি চান
নাদান নাদান নাদান।
কোনভাবে খুশি নয় বল চেপে রোশ
নাখোশ নাখোশ নাখোশ।
একেবারে পাক নয় বল দিয়ে হাঁক
নাপাক নাপাক নাপাক।
কিছুতেই ছাড়ে না যে বল দিয়ে জোর
নাছোড় নাছোড় নাছোড়।
এতটুকু টক নয় বল ঠকাঠক
নাটক নাটক নাটক।

(বেকুবের ধাড়ী দেখি! কী বলে এসব?)

না না না না না না

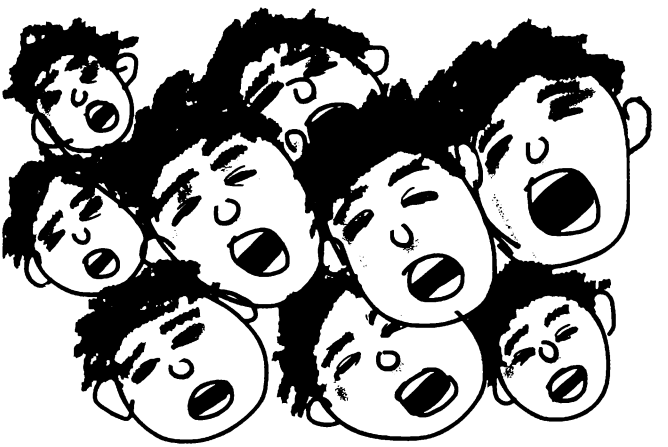

ইমার্জেন্সী

প্রতিদিন দেখ কতদূর থেকে কতশত রোগী আসে
কারো জ্বর কারো মাথায় ব্যথা কেউ বসে শুধু কাশে।
কারো চুলকানি কারো এলার্জি কারো চোখ টকটকে লাল
কারো বদহজম কারো বুকে ব্যথা কারো পেট পুরো বেহাল।

এতো রোগী সব চুপ করে বসা কারো ব্যস্ততা নাই
আর তোমার একটু গলা ভেঙ্গেছে বলে ইমার্জেন্সি চাই?

বৃষ্টিতে ভিজে এল

ছাতা ছাড়া বের হয়েছে গেণ্ডারিয়ার মতি
হঠাৎ দেখি বৃষ্টি এল কী হবে তার গতি?
শার্ট ভিজল প্যান্ট ভিজল ভিজল জুতো জোড়া
মাথা ভিজল ঘাড় ভিজল ভিজল পায়ের গোড়া।
নাক ভিজল চোখ ভিজল ভিজল কানের লতি
বৃষ্টিতে আজ ধরা খেলো গেণ্ডারিয়ার মতি।

ভিজে হল চুপচুপে সে ভিজল সারা গা
সবকিছু ভিজলেও তার চুল ভিজল না!

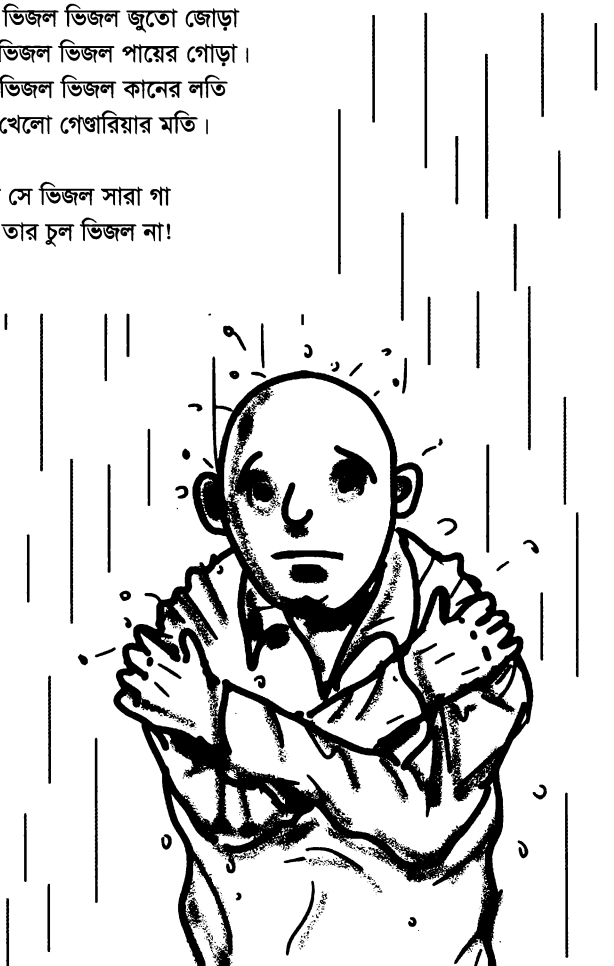

ডাক

দেশের ডাকে সাড়া দিলাম সবাই বলল বেশ
প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলাম সবাই হেসেই শেষ।

অস্ট্রেলিয়া

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বদরুল মিয়া
মাথায় কী পোকা হল গেল অস্ট্রেলিয়া
ফোন করে যখন আমি খোঁজ নিতে যাই
অবাক ব্যাপার – তার নিশানাই নাই।

সহজ সরল মানুষ বদরুল মিয়া
পিছলা খেয়ে পড়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া গিয়া!

চাবি ইংরেজি

– চাবি ইংরেজি কী?
– কী।
– চাবি ইংরেজি।
– বললাম তো।
– কী বললে?
– চাবি ইংরেজি।
– কখন বললে?
– এখন বললাম।
– কী বললে?
– ঠিক বলেছ।
– ঠিক বলেছি?
– হ্যাঁ।
– কী ঠিক বলেছি?
– চাবি ইংরেজি।

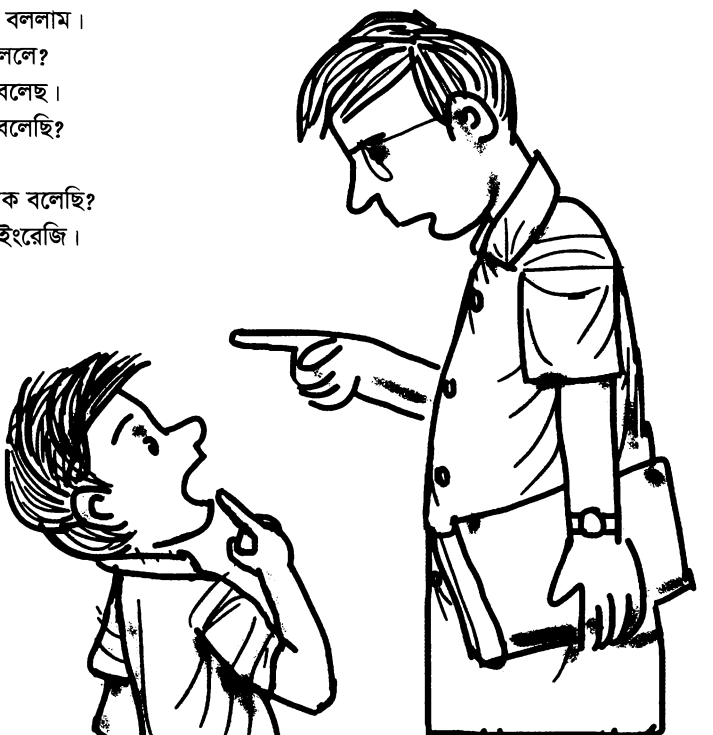

অভাগার কাহিনী

১ লা থাকি একলা শুই
নিজের কাপড় নিজে ২
খাটাখাটনি রাত্রি ৩
সঙ্গী খালি মুড়ির টিন।
চেষ্টা করি বাঁ ৪
পাছ দিয়ে সব পাচার।
বাইরে গেলে চান্দি ৬
এতো বেয়াদপ কেমনে হয়?
ঝগড়া করিস আমার ৭
ভাগ ব্যাটা তুই জলদি ৮
মাঝে মাঝে লাগে ভয়
কেউ দেখি আর মানুষ ৯
সবার মাঝেই অসন্তোষ
যত ১০ এই নন্দঘোষ?

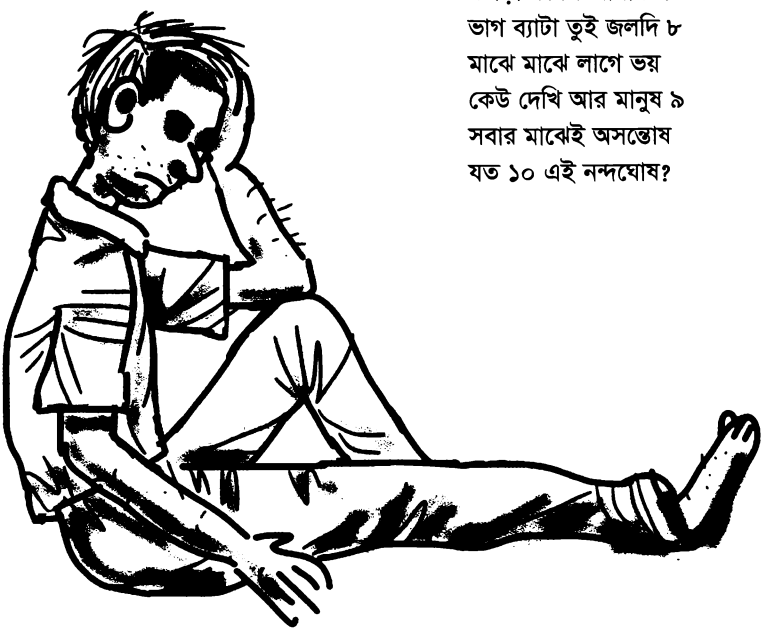

সন্ত্রাসীদের প্রথম পাঠ

অ অজ্ঞান পার্টি অজ্ঞান পার্টি আসছে ঐ

আ আগুন আগুন দেব আন বই।

ই ইভ টিজিং ইভ টিজিং ভারি মজা

ঈ ঈর্ষা ঈর্ষা করা কত সোজা।

উ উত্তম মধ্যম উত্তম মধ্যম খেতে চাও

ঊ ঊর্দ্ধশ্বাস ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাও।

ঋ ঋণ খেলাপী ঋণ খেলাপী সবার সেরা

পুরো দেশ ছ্যাড়া ভ্যাড়া।

এ এসিড এসিড দিয়ে অত্যাচার

ঐ ঐশ্বর্য ঐশ্বর্যে অধিকার

ও ওত ওত পেতে মানুষ খুন

ঔ ঔদ্ধত্য ঔদ্ধত্য বড় গুণ

ক কিডন্যাপ কিডন্যাপে পয়সা আনে

খ খুন খুন করলে সবাই মানে

গ গুলি গুলি করি দিনরাত

ঘ ঘুষি ঘুষি মেরে কুপোকাৎ

ঙ ঠ্যাঙ এক লাথিতে ভাঙব ঠ্যাঙ
বললে কথা মারব ল্যাঙ।

চ — চোর — চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

ছ — ছিনতাই — সকাল বিকাল ছিনতাই

জ — জেল — জেলের ভাত খাওয়া চাই

ঝ — ঝগড়া — ঝগড়া করে শান্তি পাই

ঞ — লাঞ্ছনা — লাঞ্ছনাতে ফূর্তি হয়
দেখলে মোরে লাগবে ভয়।

ট — টেরর — টপ টেরর পেশা

ঠ — ঠকানো — লোক ঠকানো নেশা

ড — ডাকাতি — ডাকাতির ভক্ত

ঢ — ঢিল — ঢিল দিয়ে রক্ত।

ণ মরণ মরণ হবে আমার হাতে
আয় সবে আয় আমার সাথে।

ত তলোয়ার তলোয়ারে কচু কাটা

থ থাপ্পড় থাপ্পড়ে গাল ফাটা

দ দা দা দিয়ে দেব কোপ

ধ ধোলাই ধোলাই দিয়ে বংশ লোপ

ন নেশা নেশা করি শৈশবে
মানুষজন কই সবে?

প পিটিয়ে পিটিয়ে ফেলব লাশ

ফ ফাঁসি ফাঁসি হবে, সর্বনাশ!

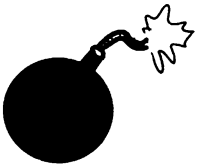

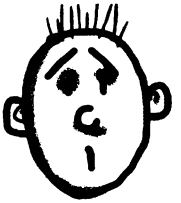

ব বোমাবাজি বোমাবাজি চলবে আজ

ভ ভয় ভয় দেখিয়ে করব কাজ।

ম মদ মদ গাঁজার কারবার
সুখ শান্তি ছারখার।

য যৌতুক যৌতুক ছাড়া বিয়ে নয়

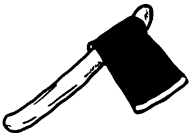

র রগ রগ কাটার হবে জয়।

ল লাশ লাশ ফেলব একশ দশ

ধ ধস সামনে পিছে নামবে ধস।

শ শয়তানি শয়তানিতে সবার আগে
দেখলেই তো ভয় লাগে!

ষ ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্রে হাতে খড়ি

স

সন্ত্রাসী — সন্ত্রাসীদের দেশ গড়ি।

হ

হত্যা — হত্যাকারীর মুক্তি চাই

ড়

হাড় — হাড় মাংস চিবিয়ে খাই।

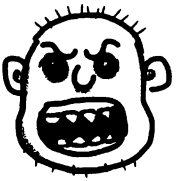

ঢ়

মাঢ়ি — মাঢ়ি দাঁত কিড়মিড়
সারা শরীর চিড়বিড়।

য়

ভয়ানক — কী ভয়ানক দিলাম মার

ৎ

চিৎকার — হই চই চিৎকার।

ং

আতংক — আতংকে তো উল্লাস

ঃ

দুঃখ — দুঃখ পাবি গলায় ফাঁস।

ঁ

ফাঁদ — ফাঁদে ফেলে যন্ত্রণা
শয়তানদের মন্ত্রণা!

কলা

কলাটা কেমন করে খাই?
আমার মুখটা এতো ছোট
কলা ঢোকানোর জায়গাই তো নাই!

অন্যমনস্ক

আমার চাচা বেশ বয়স্ক
সমস্যা একটাই – খুব অন্যমনস্ক।
বাইরে থেকে যখন আসে, তখন ময়লা থাকে পায়
হাঁটতে হাঁটতে আমার চাচা কোনদিকে যে যায়!

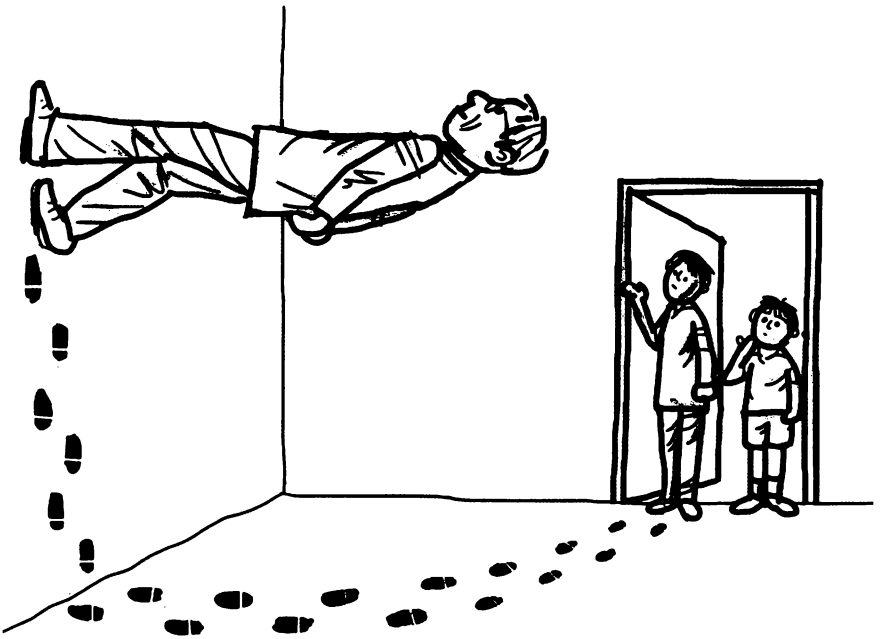

টাইগার মানে বাঘ

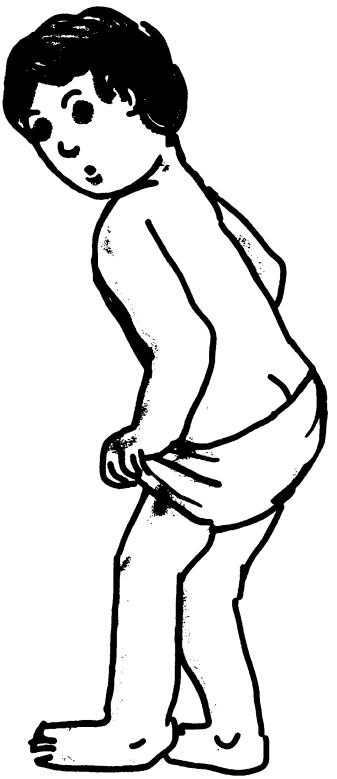

Tiger মানে বাঘ
Flower মানে ফুল
Horn মানে শিং
Brick মানে ইট
Snake মানে সাপ
Nail মানে নখ
ডান মানে Right
People মানে লোক
ময়দা মানে Flour
Color মানে রং
নেতা মানে Leader
Chest মানে বুক
তোরণ মানে Gate
কিন্তু মানে But

Bug মানে পোকা
Fool মানে বোকা।
Sing মানে গাওয়া
Eat মানে খাওয়া।
Sharp মানে চোখা
Knock মানে টোকা।
Write মানে লেখা
Look মানে দেখা।
Flower মানে ফুল
Wrong মানে ভুল।
Ladder মানে মই
Book মানে বই।
Get মানে পাই
Butt মানে ...

(থাক থাক, আর দরকার নাই!)

সেই ছেলে হবে কবে

আমাদের দেশে সেই ছেলে হবে কবে
যারা কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

তর্ক না করে তারা কিলঘুষি দেবে
চোখের পলকে সব কেড়ে ধরে নেবে।
লাঠির আঘাতে তারা মাথা ফাটাবে
শার্টের কলার ধরে পথে হাঁটাবে।
অপমান করে তারা লোক হাসাবে
চাকু দিয়ে ঘা মেরে ভুঁড়ি ফাঁসাবে।

আমাদের দেশে সেই ছেলে হবে কবে
যাদের ভয়ে সবে ঘরেতে রবে।

ছাই

"যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।"

(এমন বোকা আমি দেখি নাই তোমার মতন!)

উড়াইয়া দেখি ছাই
পাবলিকের পিটা খাই?
ভেবেছটা কী
আমার মাথায় বুঝি কোনো ঘিলু নাই?

অভাগা

"অভাগা যেদিকে চায়
সাগর শুকায়ে যায়।"

সত্যি?
তোমরা কি জান
পৃথিবীটা ডুবে যাচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতায়?
অভাগারা, তোমরা কোথায়?
কোন জায়গায়?

তাড়াতাড়ি চলে আস সমুদ্রের পাড়
তোমাদের দেশে এখন খুব দরকার।
অপূর্ব এই সুযোগ পানি কমাবার
চলে আস কুয়াকাটা কক্সবাজার।

ঝাপসা

মেয়েটার নাম হল হাফসা
যখনই ছবি তোলে, ছবি ওঠে আবছা।

ক্যামেরাটা ঠিক আছে
হাফসা মেয়েটাই আসলে বেশ ঝাপসা।

চা বাগান

চা বাগানে মেয়েরা কী তুলছে?
ও আচ্ছা
গাছে গাছে টি-ব্যাগ ঝুলছে!

পিউটার

সেদিন পিউটার কিনতে গেলাম বাজারে
ঘুরে দেখি দোকানে দাম চায় হাজারে

কিছুতেই বেশি না শুধু হবে কম, কী এক ধানাই পানাই
কম-পিউটারে হবে না, আমার বেশি-পিউটার চাই!

টেলিফোন

– হ্যালো, কে বলছ?
– আমি।
– আমি কে?
– আমি রাজিব।
– আজিব?
– আজিব না রাজিব। র আকারে রা জ ইকারে জি –
– র আকারে রা. গ ইকারে গি?
– না না। গ ইকারে গি না জ ইকারে জি। জিলাপীর জি।
– খিলাপীর খি?
– খিলাপীর খি না, জিলাপীর জি। জ ইকারে জি, ল আকারে লা –
– জ ইকারে জি, ম আকারে মা?
– না না। ম আকারে মা না। ল আকারে লা। লাটাইয়ের লা।
– ঘাটাইয়ের ঘা?
– ঘাটাইয়ের ঘা না। লাটাইয়ের লা। ল আকারে লা, ট আকারে টা –
– ল আকারে লা চ আকারে চা?
– না না। চ আকারে চা না। ট আকারে টা। টাকুয়ার টা।
– মাকুয়ার মা?
– মাকুয়ার মা না। টাকুয়ার টা। ট আকারে টা ক উকারে কু–
– ট আকারে টা, ল উকারে লু?
– না না। ল উকারে লু না। ক উকারে কু। কুমিরের কু।
– ভুমিরের ভূ?
– ভূমিরের ভূ না। কুমিরের কু। ক উকারে কু, ম ইকারে মি–
– ক উকারে কু, প ইকারে পি?

– না না। প ইকারে পি না, ম ইকারে মি। মিছিলের মি।
– পিছিলের পি?
– পিছিলের পি না। মিছিলের মি। ম ইকারে মি, ছ ইকারে ছি–
– ম ইকারে মি, জ ইকারে জি?
– না না। জ ইকারে জি না, ছ ইকারে ছি। ছিয়াশির ছি।
– তিরাশির তি?

(টেলিফোনে কথা বলবে আরো?
কী নিয়ে শুরু করেছিল এখন মনে নাই কারো)

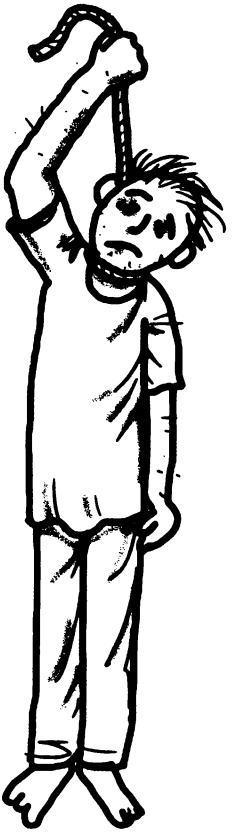

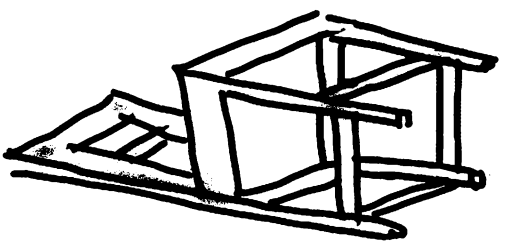

গলায় দড়ি

মরি আমি মরি
এই বলে হরি
দিল গলায় দড়ি।
(কী হল? হাসছ কেন?
সমস্যাটা কী?)

বিলাপ

ঘুম থেকে উঠেই কী দেখলাম আজ
কেমন করে করলে তুমি এই সর্বনাশা কাজ?
শাড়ি দিয়ে প্যাঁচ লাগিয়ে গলায় দিলে দড়ি
দুঃখে আমার বুক ফেটে যায় কী এখন করি?
এই দুঃখ এখন আমি কেমনে সইতে পারি?
তুমি কী জানতে না গো,
এইটা আমার মোস্ট ফেবারিট শাড়ি?

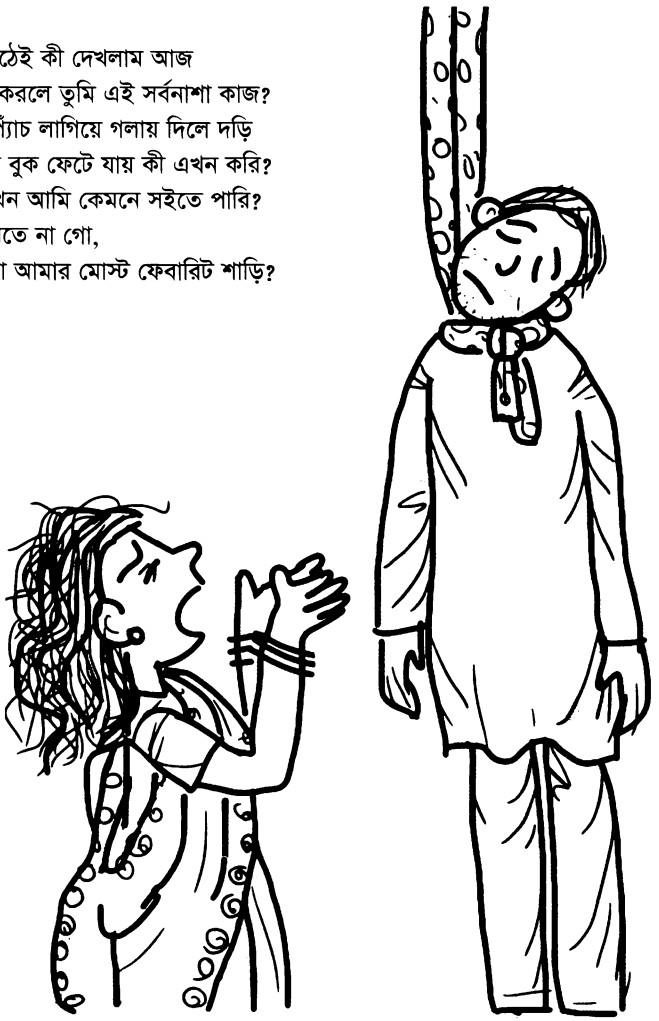

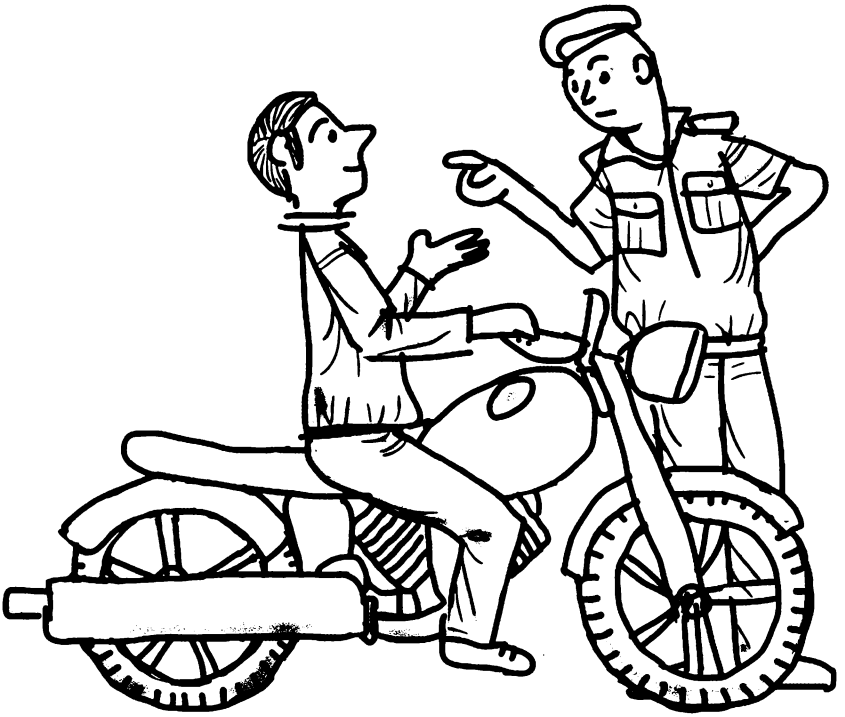

থিওরি অফ রিলেটিভিটি

ট্রাফিক পুলিশ বলে
লাল লাইটে কেন গেলে চলে?
আমি বললাম লাল তো মোটেই নয়
জোরে চললে লাল রঙকে সবুজ মনে হয়!

শত প্রশ্ন

ক্রিকেট মানে যদি ঝিঁঝিঁ পোকা হয়
ফুটবল মানে কেন তেলাপোকা নয়?

ব্যাট মানে যদি চামচিকে হয়
বল মানে তবে কেন ইন্দুর নয়?

'হায়' মানে যদি কী খবর হয়
হুতাশ মানে কেন ভালো আছ নয়?

স্যান্ডেল মানে যদি চন্দন হয়
জুতা মানে তবে কেন সেগুন নয়?

লং মানে যদি লম্বা হয়
এলাচি মানে কেন বেঁটে নয়?

রাগ মানে যদি কার্পেট হয়
গোস্বা মানে কেন বিছানা নয়?

লাভ মানে যদি ভালোবাসা হয়
লোকসান কেন তবে খুনোখুনি নয়?

বুক মানে যদি বই হয়
পেট মানে কেন খাতা নয়?

লাফ মানে যদি হাসাহাসি হয়
ঝাঁপ মানে কেন কাঁপাকাপি নয়?

পেপার মানে যদি গোলমরিচ হয়
ম্যাগাজিন মানে কেন জিরা-বাটা নয়?

টক মানে যদি কথা হয়
ঝাল মানে কেন তবে বার্তা নয়?

টি মানে যদি চা হয়
ইউ মানে কেন কফি নয়?

মামা মানে যদি আম্মু হয়
মামী মানে কেন আব্বু নয়?

গান মানে যদি বন্দুক হয়
বাজনা মানে কেন রাইফেল নয়?

ফুল মানে যদি বেকুব হয়
কলি মানে তবে কেন গাধা নয়?

গুন মানে যদি গুণ্ডা হয়
ভাগ মানে তবে কেন বদমাশ নয়?

আই মানে যদি চোখ হয়
জে মানে কেন তবে নাক নয়?

পি মানে যদি হিস্যু করা হয়
কিউ মানে তবে কেন "ইয়ে" করা নয়?

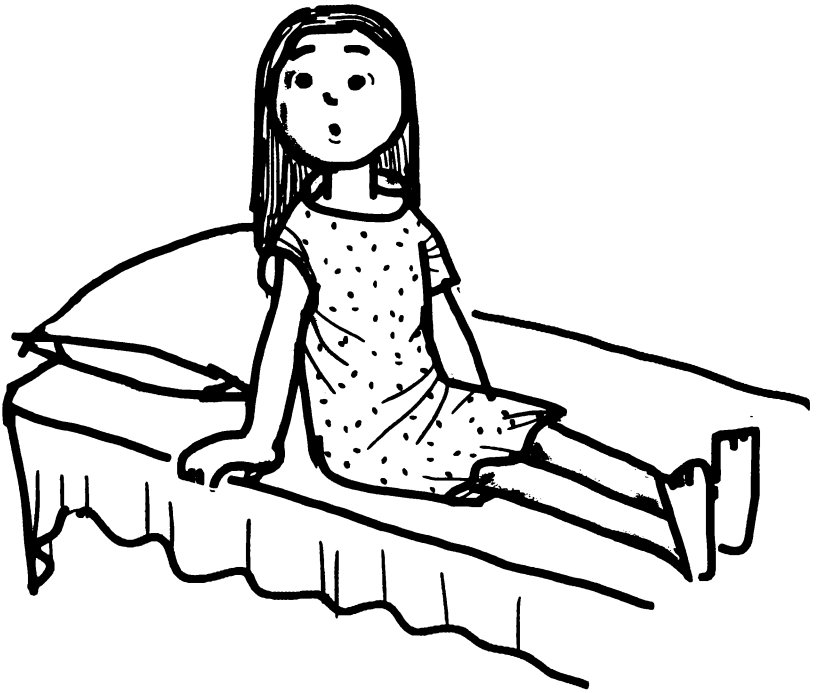

এরকম কতো প্রশ্ন, চোখে ঘুম নাই
উত্তর খুঁজতে আমি কার কাছে যাই?

ডিটেকটিভ

ডিটেকটিভের চাকরি আমার মানুষকে ফলো করা কাজ
পায়ের চিহ্ন ধরে হেঁটে হেঁটে এখানে পৌঁচেছি আজ।
(চাকরিটা মনে হয় ছেড়েই দেব!)

সুং

সেং

সোং

সং

"সুং, সিং এ সং সেং সাং"
সুং স্যাং এ সং
সিইং সুং স্যাং এ সং
সোং স্যাং এ সং।

জীবন

দুইজন বাচ্চার ঝগড়া চলছে
ডাবলিউ লেখা আছে একজন বলছে।
এম লেখা, এম এটা অন্যজন বলল,
তারপর কী ভীষণ চেঁচামেচি চলল।

দুজনেই ঠিক তারা, যদি সেটা জানতো
ঝগড়া থামিয়ে তবে হয়ে যেতো শান্ত।
উল্টো দিক থেকে দেখলেই জানবে–
জীবনটাও এরকম কবে তারা মানবে?

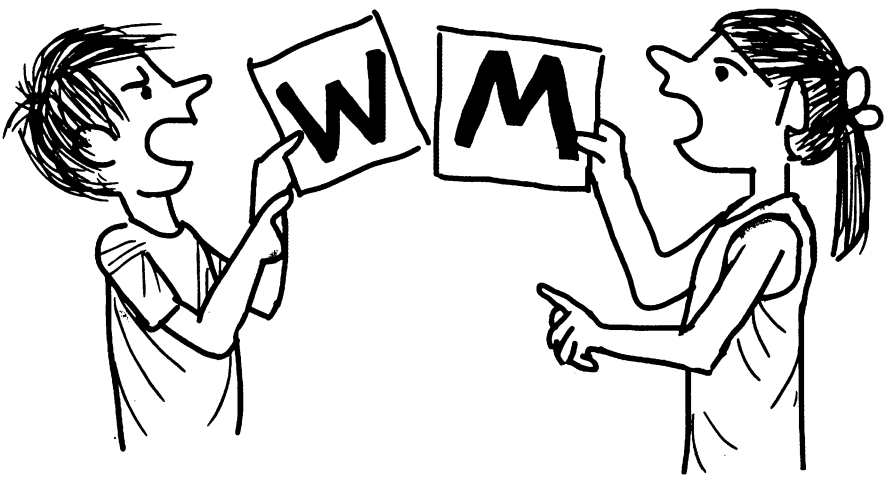

ভেসে থাকা

মাটি থেকে ভেসে থাকা সোজা একটা কাজ
কেমন করে করতে হয় শিখিয়ে দেব আজ।

তুমি তুলবে আমাকে এই রকম করে,
আমি তুলব তোমাকে শক্ত করে ধরে।
তারপরে
দুইজন জন দুইজনকে ধরে রাখব মাটির উপরে।

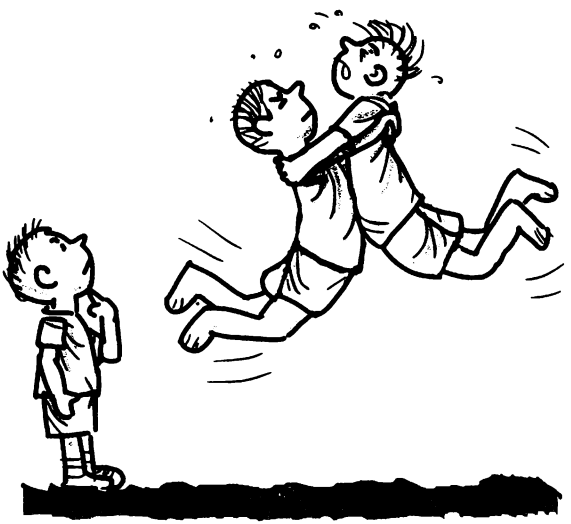

রাজকন্যা ও রাজপুত্র

গল্প পুরো সত্য
গহীন এক জঙ্গলে থাকতো বড় দৈত্য।
ভাটার মত চোখ ছিল তার মূলার মত দাঁত
ঢেকির মত পা ছিল আর গাছের মত হাত।

সেই রাজ্যের রাজকন্যা কাজল কালো চোখ
রূপ দেখে তার মুগ্ধ ছিল রাজ্যের সব লোক।

একদিন সেই রাজকন্যা রাজপ্রাসাদের ছাদে
সখী নিয়ে কাজল বরণ চুলগুলো তার বাঁধে।

হাউ মাউ খাউ বলে হঠাৎ সেই দৈত্য ছুটে আসে
সখীরা সব পালায় ভয়ে রইল না কেউ পাশে।
দৈত্য তখন রাজকন্যার চুলের মুঠি ধরে
টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল জঙ্গলে তার ঘরে।
রাজকন্যা হারিয়ে গেছে রাজ্যে নামে শোক
মাথা চাপড়ে কাঁদতে থাকে রাজ্যের সব লোক।

ভিনদেশি এক রাজপুত্র খবর পেয়ে আসে
বলল তখন ভয় নেই গো আমি আছি পাশে।
পথে পথে ঘুরে বেড়ায় রাজপুত্র সেই
রাজকন্যা খুঁজে বেড়ায় কোথাও দেখা নেই।
বনের পশু, গাছের পাখি নদীর মাঝে মাছ
নীল আকাশে সাদা মেঘ বনের মাঝে গাছ।
রাজকন্যার হদিস নেই রাজ্যতে হই চই।

সবার শেষে গহীন বনে রাজপুত্র যায়
মৌমাছিদের মুখে তখন দৈত্যের খোঁজ পায়।
রাজপুত্র ছুটে চলল হাতে তলোয়ার
ভয়ংকর সেই দৈত্যকে মারতে হবে তার।

কী ভয়ানক যুদ্ধ হল নেই তুলনা তার
পাহাড় নদী পড়ল ধসে সবকিছু ছারখার
দৈত্য শেষে মারা পড়ল মাথা পড়ল কাটা
রক্ত মুছে রাজপুত্র করল শুরু হাঁটা।

৪৮

ঘরের মাঝে বন্দি ছিল রাজকন্যা সেই
রাজপুত্র বলল তারে আর তো ভয় নেই।
রাজকন্যা মুক্ত হল মুখে মধুর হাসি
বলল, ওগো রাজপুত্র তোমায় ভালোবাসি।

গল্প শুনে মুগ্ধ সবাই, নিজের ঘরে যায়
ছোট্ট টুকুন একাই শুধু মাথাটা চুলকায়।
ভাইকে বলে, ভাইয়া তুই একটা কথা বল,
রাজকন্যা কেন দিল না একখানা মিসকল?

ভয়

জয় কয়, ভয় হয়।
চয় কয়, বয়।
জয় বয়।
চয় কয়, নয়, ভয় নয়।
তয় ভয় ক্ষয় হয় ।

(জয় boy চয় boy নয়)
চয় জয় রয়।

শয় শয় toy
জয় toy লয়।

কয় toy লয়?
৯ টয় লয়।
চয় ৯ টয় লয়
৬ টয় থয়।

জয় toy ধয়
চয় সয়
তয়?

(আর কতো? এখানেই শেষ!)

বেআইনি কাজ

গতরাতে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে মতিকে
ধরতে তো পারেই, খবর পেয়ে গেছে কোনো এক গতিকে।

একটা বেআইনি কাজ করেছে মতি, করেছে সে গোপনে
কেন যে করতে গেল! কে জানে কী ছিল তার মনে।
কাজটা যে বেআইনি সেটা তো গোপন কিছু নয়
মতি কেন করতে গেল, বুকে তার নাই এতোটুকু ভয়?
না জানি কার পাল্লায় পড়েছিল আমাদের বোকা সোকা মতি
এখন তাকে কে বাঁচাবে? কে বলবে, কী হবে তার গতি?

মতির এই সর্বনাশা খবর শুনে সবার মাথায় বাজ
জানত না সে, শূন্য দিয়ে ভাগ দেওয়া বেআইনি কাজ?

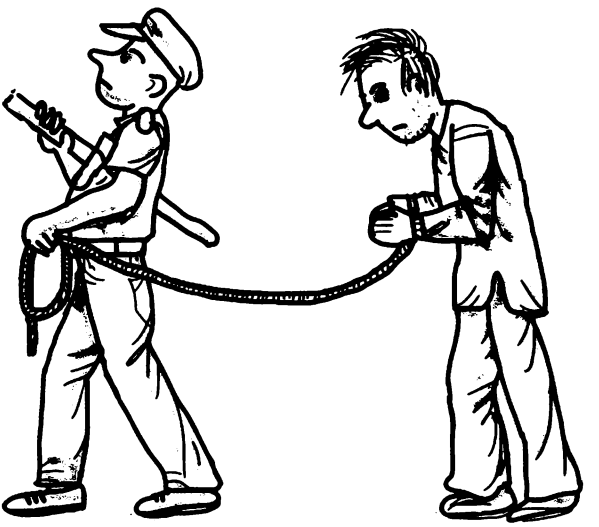

Big Bang

ফিজিক্স পড়ার সখ ছিল বিশেষ করে Big Bang
ক্লাশে গিয়ে হতবাক বসে আছে Big ব্যাঙ!

ডিজিটাল বন্ধু

পিংকিকে জিজ্ঞেস করে সুজন
বল তো মেয়ে বন্ধু তোমার ক'জন?

পিংকি বলে, হ্যাঁ
একজনই তো, পাশের বাসার মেয়ে।

শুনে সুজন হা হা করে হাসে
চোখ দুটো তার বড় হল ঘোর অবিশ্বাসে।
মাত্র একজন, কী আজব ব্যাপার
বন্ধু আমার পাকা সাতাশ হাজার!
ফেসবুকে তাদের সাথেই থাকি
বন্ধু ছাড়া এই জীবনের অর্থ আছে নাকী?
আমি যখন স্ট্যাটাস দিতে চাই,
দেবার আগেই শত শত লাইক পেয়ে যাই।

পিংকি শুনে অবাক হল ভারি
বাসায় তখন ফিরল তাড়াতাড়ি।

বন্ধু মেয়েটির গলা ধরে বলে,
তুই কথা দে আমার কিছু হলে,
তুই থাকবি আমার পাশে পাশে
শুনে বন্ধু হি হি করে হাসে।
হেসে হেসে বলে,
হঠাৎ করে যাসনে যেন চলে।
ধরতে পারি ছুঁতে পারি একটা বন্ধু চাই
ডিজিটাল হাজার বন্ধুর কোনো দরকার নাই!

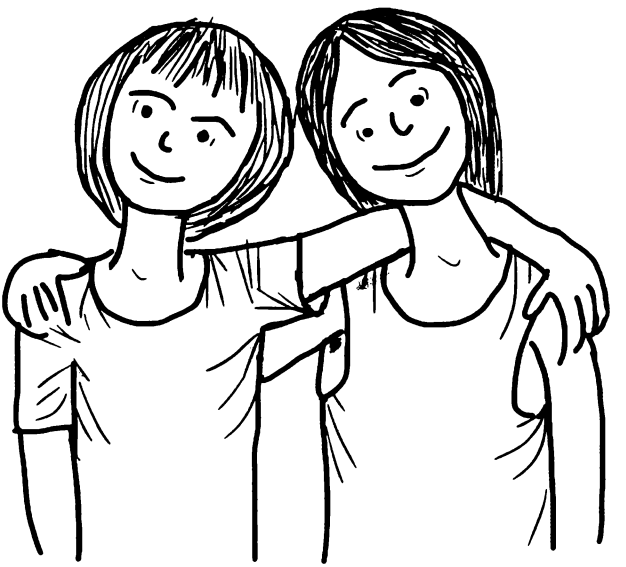

ভালোবাসা

যাদের আছে টাকা
সবাইকে দিতে তাদের পকেট হল ফাঁকা।

আমার কিছুই নেই
কেমন করে কাউকে কিছু দেই?
শুধু জানি বুকের ভিতর ঠাসা
আছে শুধু সলিড ভালোবাসা।

সেখান থেকে তোমায় দিলাম কিছু
যখন তুমি হেঁটে এলে আমার পিছু পিছু।
পথের পাশে ছোট মেয়েটা বিক্রি করে ফুল
তাকেও কিছু দিতে হল হয়নি কোনো ভুল।

বুকের থেকে ভালোবাসা খাবলা দিয়ে নেই
ছোট ভাইটা দুষ্টু ভারি তাকে কিছু দেই।
মা'কে দিলাম আঁচলখানা ভরে
বাবার জন্যে ঢেলে দিলাম রইল যেটুক পড়ে।

ভেবেছিলাম দিয়ে থুয়ে সবই বুঝি যাবে
ভালোবাসা খুঁজলে পরে আর কিছু কি পাবে?
কিন্তু দেখো অবাক ব্যাপার কতো
যত দিচ্ছি কমছে না তো, বাড়তে থাকে তত!
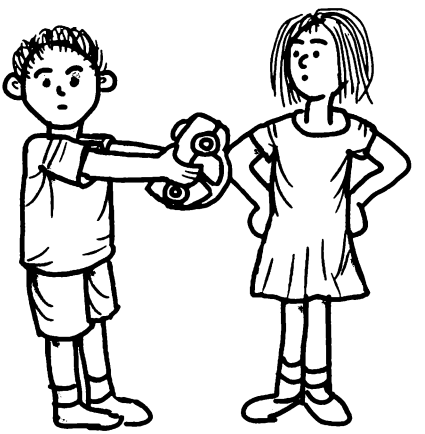
বুকের ভেতর এক্কেবারে ঠাসা
নূতন করে জমা হল সলিড ভালোবাসা।